মালাকুল-মওতের ঘটনাবলী

02-May-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে-মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে আমার প্রতি শুক্রবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো।

(জাময়ুল জাওয়ামে' লিস সুয়ুতি, ৭/১৯৯, হাদীস: ২২৩৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অভিশপ্ত শয়তানের মৃত্যু

হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা আমি মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ 'র সঙ্গে

সাক্ষাৎ করার জন্য মদীনায় উপস্থিত হলাম, আমি সেখানে দেখলাম লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে বসে আছে এবং হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দরস দিচ্ছেন। তখন হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এ ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: যখন হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উপনীত হলেন, তখন হযরত মালাকুল মওত عَلَیۡہِ السَّلَام তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তখন হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام আল্লাহর নিকট আরয করলেন: হে আল্লাহ! শয়তান আমার শত্রু, তুমি তাকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছো, যখন সে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখবে তখন সে হাসবে। মহান আল্লাহ বললেন: হে আদম! আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং আপনার শত্রু শয়তানকে এই পৃথিবীতে কিছু সময়ের জন্য থাকতে হবে, যখন তার সময় শেষ হবে, তখন সে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যন্ত্রণার সমান মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করবে। এবার হযরত আদম عَلَیۡہِ السَّلَام মালকুল মওত عَلَیۡہِ السَّلَام কে জিজ্ঞেসা করলেন: আমাকে বলুন! শয়তানের মৃত্যু কিভাবে হবে? হযরত মালকুল-মওত عَلَیۡہِ السَّلَام যখন তাঁকে অভিশপ্ত শয়তানের মৃত্যুর কথা বললেন, তখন তিনি বললেন: رَبِّ حَسۡبِی حَسۡبِی অর্থাৎ হে পরম করুণাময় আল্লাহ! এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, আমি এর উপর সন্তুষ্ট।

(হযরত কা'বুল আহবার عَلَیۡہِ السَّلَام একথা বলে চুপ হয়ে গেলেন) কিন্তু উপস্থিত লোকদের উপর ভয় বিরাজ করছিল, কেউ জিজ্ঞেস করল: হে কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ! আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, শয়তানের মৃত্যু কিভাবে হবে? হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রথমে বলতে অস্বীকৃতি জানালেন, তারপর বললেন: যখন দুনিয়া সমাপ্তির নিকটবর্তী হবে, শিঙ্গায় ফুঁকের সময় খুবই কাছাকাছি হবে। তখন মানুষ বাজারে থাকবে, কেউ পরস্পরের মাঝে কথাবার্তায় মগ্ন থাকবে, কেউ

একে অপরের সাথে ঝগড়া করবে, কেউ কেনাকাটায় ব্যস্ত থাকবে এমন সময় হঠাৎ বিকট আওয়াজ হবে, সেটি শুনে অর্ধেক মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে, অতঃপর ৩ দিন পর্যন্ত কোনো হুশ থাকবে না, অবশিষ্ট অর্ধেক মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে এবং তারা পাগল হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে মানুষের এমন অবস্থা হবে যে, জমিন ও আসমানের মধ্যে বজ্রপাতের মতো বিকট শব্দ ভেসে উঠবে, তারই সাথে সাথে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা সেই সময়, যেই সময় পর্যন্ত শয়তানকে অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, এখন আল্লাহ পাক হযরত মালকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে নির্দেশ দেবেন: হে মালকুল-মওত! আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের গণনার সমান তোমার সাহায্যকারী তৈরি করেছি, জমিন ও আসমানের সমস্ত মানুষের শক্তি তোমার মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে, আজ তোমাকে ক্রোধের পোশাক পরিধান করানো হচ্ছে, আজ আমার ক্রোধের সাথে শয়তানের কাছে পৌঁছো এবং তাকে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাও আর আজ পর্যন্ত যতো জ্বিন ও মানুষের উপর মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করেছে, এই সকল কষ্টের চেয়েও অনেক গুণ বেশি যন্ত্রণা এই অভিশপ্তের উপর অর্পন করো।

সেই সাথে জাহান্নামের দারোয়ানকে জাহান্নামের দরজা খুলে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে, অতঃপর হযরত মালকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام শয়তানের কাছে এমন ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আসবেন যে, জমিন ও আসমানবাসী তার চেহারা দেখে নেয়, তাহলে তারা বরফের ন্যায় গলে যাবে। হযরত মালকুল- মওত عَلَيْهِ السَّلَام শয়তানকে তিরস্কার করবেন, তার তিরস্কারের আওয়াজে এত গর্জন হবে যে, যদি পুর্ব ও পশ্চিমের মানুষ তা শুনে নেয় তাহলে তাদের বিবেক বুদ্ধি কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে শয়তান পালিয়ে যাবে, হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام বলবেন: হে পাপিষ্ঠ , দাঁড়া! আজ অবধি যাদেরকে তুই পথভ্রষ্ট করে

www.dawateislami.net

জাহান্নামে পৌঁছিয়েছিস, আজ তাদের সকলের যন্ত্রণার সমপরিমাণ কষ্ট তোকে দেওয়া হবে। তুই কত লম্বা আয়ু পেয়েছিস, কতজনকে পথভ্রষ্ট করেছিস, কতজনকে জাহান্নামে পাঠিয়েছিস, তারা সবাই তোর জন্য জাহান্নামে অপেক্ষা করছে, তোর সময়সীমা শেষ, এখন দৌঁড়! কতদূর দৌঁড়াবে? তখন অভিশপ্ত শয়তান পালানোর মতো কোনো জায়গা পাবে না, সে পাগলের মতো কখনো পূর্ব দিকে যাবে, কখনো পশ্চিমে যাবে, কখনো সাগরে ডুব দিবে কিন্তু সে যেখানেই যাবে, হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام তার সামনেই থাকবেন। এভাবে সে দৌড়ে হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام 'র মাজারে পৌঁছবে এবং বলবে: হে আদম! তোমার কারণেই আমি বিতাড়িত হলাম, হায়! তোমার যদি জন্মই না হতো।

اَللّٰهُ اَكْبَرُ! কত নিকৃষ্ট! এমন পরিস্থিতিতেও নিজের গুনাহের জন্য অন্যকে দোষারোপ করছে। যাই হোক! এখন সে ছুটে পালিয়ে সেই জায়গায় আসবে যেখানে সে প্রথমবার অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল, এখানে জমিন আগুনের ন্যায় জ্বলতে থাকবে, জাহান্নামীদের তাড়া প্রদানকারী ফেরেশতারা তাকে ঘিরে ফেলবে এবং তাকে কাঁটা বিশিষ্ট শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে, এখন যতদিন আল্লাহ চাইবেন ততদিন সে কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে, অতঃপর হযরত আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام কে তুলে এনে বলা হবে, হে আদম, হে হাওয়া! এই হলো আপনাদের শত্রু...!! দেখুন সে কেমন শাস্তির মধ্যে লিপ্ত আছে, যখন তারা এই দুর্ভাগা অভিশপ্তকে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখবেন তখন তারা বলবেন: رَبَّنَا قَدْ اَتْمَمْتَ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের শত্রুকে এমন শাস্তি দিয়ে) তুমি তোমার নেয়ামত পূর্ণ করেছো। সর্বোপরি, বিতাড়িত শয়তান মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করে মৃত্যুর ঘাঁটি অতিক্রম করবে।

(তাম্বিহুল গাফেলীন, ঘটনার অধ্যায়, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! বিতাড়িত শয়তানের মাটি কেমন অপবিত্র হবে, সে কী ভয়ানক শাস্তি ভোগ করবে, এটা তো কেবল মৃত্যু অবস্থার বর্ণনা মাত্র। এই অভিশপ্তকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যে শাস্তি প্রদান করা হবে তা কে বর্ণনা করতে পারবে...?? এই বিতাড়িত কেনো এই শাস্তি পাবে? কেনো তার এমন করুণ পরিণতি হবে? কারণ এই দূর্ভাগা আল্লাহর নবী হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে অপমান করেছিল, নবীর মোকাবেলায় অহংকার করেছিলো, আল্লাহর অবাধ্য ছিলো, আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করেছিল, যার কারণে তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা জুটলো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অহংকার ও বড়াই করা থেকে হেফাজত করুন, সর্বদা সৎ লোকদের, নবী ও ওলীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রাখুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত মালকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام এর পরিচয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাকের নৈকট্যশীল একজন উচ্চপদস্থ ফেরেশতা, তাঁর পবিত্র নাম হলো আজরাইল (অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যশীল)। তিনি রূহ কবজ করার কাজে নিয়োজিত এবং বিন্দু পরিমাণও এতে অলসতা করেন না, যার শেষ সময় চলে আসবে, তাকে এক মুহূর্তও অবকাশ না দিয়ে তার রূহকে কবজ করে নেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন:

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ

(পারা: ২১, সূরা: সিজদা, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফেরেশতা যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে। অতঃপর আপন প্রতিপালকের দিকে ফিরে যাবে।

www.dawateislami.net

আল্লামা কুরতুবী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: হযরত আজরাইল (অর্থাৎ মালাকুল-মওত عَلَيۡهِ السَّلَام) এতই বিশাল আকৃতির যে, তাঁর মাথা আকাশে এবং পা মাটিতে রয়েছে ★ তাঁর অনেকগুলো সাহায্যকারী ফেরেশতাও রয়েছেন যাদের সংখ্যা আল্লাহ পাকই ভালো জানেন ★ বর্ণিত আছে: অন্যান্য ফেরেশতাদের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করছে, এমনকি আরশ বহনকারী ফেরেশতারা যখন তাঁকে দেখেন তখন তাঁরা ভীত হয়ে যান। **(তাযকিরাতু লিল কুরতবী, অধ্যায়: ১, ১৯ পৃষ্ঠা)** হযরত মালাকুল-মওত عَلَيۡهِ السَّلَام 'র বয়স অনেক দীর্ঘ, হযরত মুহাম্মদ বিন কা'ব কুরযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সবশেষে (অর্থাৎ যখন জমিন ও আসমানের সকল প্রাণী, এমনকি হযরত জিব্রাইল ও মিকাইল এবং আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণও) মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, তখন) হযরত মালাকুল-মওত عَلَيۡهِ السَّلَام 'র ও মৃত্যু আসবে, আল্লাহ পাক তাকে বলবেন: হে মৃত্যুর ফেরেশতা! তুমিও মারা যাও। একথা শুনে হযরত মালাকুল মওত عَلَيۡهِ السَّلَام একটি জোরালো চিৎকার করবেন এবং মারা যাবেন। **(কিতাবুল আহওয়াল,: ৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৮)**

মালাকুল মওত عَلَيۡهِ السَّلَام 'র ক্ষমতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হযরত মালাকুল-মওত عَلَيۡهِ السَّلَام কে অপার ক্ষমতা দান করেছেন। বর্ণিত আছে: একদা আল্লাহর নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ السَّلَام হযরত মালাকুল মওত عَلَيۡهِ السَّلَام কে জিজ্ঞেস করলেন: হে হযরত মালাকুল মওত عَلَيۡهِ السَّلَام! পৃথিবীতে যদি মহামারী হয়, মানুষ দলবেঁধে মারা যায়, এই অবস্থায় একজন লোক পশ্চিমে থাকে, একজন পূর্বে থাকে, আপনি সেই সময়ে কী করবেন (অর্থাৎ আপনি কীভাবে তাদের উভয়ের রূহ একসাথে কবজ করবেন?) হযরত হযরত মালাকুল-মওত عَلَيۡهِ السَّلَام বললেন: আমি আল্লাহর আদেশে রূহ গুলোকে

www.dawateislami.net

ডাকি, তখন তারা আমার দু'টি আঙ্গুলের মধ্যে চলে আসে। **(ইহয়াউল-উলুম, কিতাবু যিকরিল মওত, ৪/ ৫৬৫)** একবার হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে জিজ্ঞেস করলেন: আপনিই কি প্রতিটি জীবের প্রাণ কবজ করেন? বললেন: জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন: আপনি তো এখন আমার কাছে আছেন অথচ সারা বিশ্বে মানুষ ছড়িয়ে আছে? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক পৃথিবীকে আমার নিয়ন্ত্রণে করে দিয়েছেন, এটি আমার জন্য এমন যেমন আপনার সামনে রাখা একটি থালা আপনি তা থেকে যা চান তা তুলে নেন। তদ্রূপ আমি দুনিয়াতে যেখান থেকে যার প্রাণ বের করতে চাই, তা বের করে নিই।

(মাওসুআ'ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবুল যিকরিল মওত,: ৫/ ৪৬৯, হাদীস: ২৪৬)

اللّٰہُ اللّٰہُ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام হাযির এবং নাযির, অর্থাৎ তিনি যেখানেই থাকেন না কেন, সমগ্র পৃথিবীকে সর্বদা নিজের সামনে দেখতে পান। এ থেকে অনুমান করুন যে, একজন ফেরেশতার ক্ষমতা যখন এমন, তখন ফেরেশতাদের মুনিব, আল্লাহর প্রিয় মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহিমা ও মর্যাদা কীরূপ হবে?

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র সাথে মালাকুল মওতের সাক্ষাৎ

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: যখন মে'রাজ রজনীতে মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আসমানে ভ্রমণ করছিলেন। তখন তিনি চতুর্থ আসমানে একজন ফেরেশতাকে বসে থাকতে দেখলেন, তার সামনে একটি বড় বোর্ড রাখা ছিল, তার কাছেই একটি বড় বৃক্ষ ছিলো, যার শাখা গুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত রয়েছে, সেই ফেরেশতা সেই গাছটির দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে ছিলেন। প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন: এই ফেরেশতা কে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই হলো স্বাদ বিনাশকারী, বন্ধুদের বিচ্ছেদকারী, নারীদের বিধবাতাকারী এবং যে শিশুদের ইয়াতিম বানায়, উঁচু প্রাসাদকে জনশূন্য ও কবরস্থানকে জনবসতিতে পরিবর্তনকারী অর্থাৎ হযরত আজরাইল عَلَيْهِ السَّلَام।

অতঃপর হযরত জিব্রাইল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে বললেন, হে আজরাইল عَلَيْهِ السَّلَام তিনি পূর্বাপর সকলের সর্দার, প্রিয় নবী, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একথা শুনে হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام উঠে গেলেন এবং হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সালাম করলেন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র সাথে আলিঙ্গন করার সৌভাগ্য লাভ করলেন এবং প্রবল ভালোবাসায় তাঁর কপাল মুবারকে চুম্বন করে তাঁর কাছে বসার অনুরোধ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনি কি চান? (অর্থাৎ আমার জন্য কোন আদেশ?) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, আপনার সামনে যে বোর্ড রাখা আছে এটা কি? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক সকল প্রাণীর রূহ আমার নিয়ন্ত্রনে করে দিয়েছেন, এই বোর্ডের মধ্যে সমস্ত কিছুর বিবরণ লেখা রয়েছে, এর মাধ্যমে আমি তাদের হিসাব রাখি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেসা করলেন: এই বড় গাছটি কী? তিনি বললেন: এই গাছের পাতা গুলো জীবের সমপরিমাণ। এমন কোন মানুষ নেই যার নামের পাতা এই গাছে নেই। কেউ অসুস্থ হলে তার নামের পাতা হলুদ হয়, এর দ্বারা আমি বুঝতে পারি যে, অমুক ব্যক্তি অসুস্থ। অতঃপর তিনি একটি বাটি দেখিয়ে বললেন: যখন পাতাটি হলুদ হয়ে যায়, তখন আমি এই বাটি থেকে পানি ছিটিয়ে দেই, যদি পাতাটি

তার প্রথম রঙে ফিরে আসে তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সে ব্যক্তিটি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করবে, যদি পাতাটি পূর্বের রঙে ফিরে না আসে বরং কালো হয়ে যায়, তবে আমি বুঝতে পারি যে, তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমি এই পাতার দিকে তাকিয়ে থাকি, যখন সেটি গাছ থেকে পড়ে যায়, এর মানে হলো তার মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তারপর যদি সেই ব্যক্তিটি নেককার হয়, আমি তার কাছে ভালো রূপে যাই এবং তার প্রাণকে কবজ করে সেটাকে পরম শান্তি ও সুবাসে রাখি, আর যদি সে পাপী হয়, আমি তার কাছে ভয়ানক রূপে যাই, সে আমাকে দেখে চিৎকার করতে থাকে: হে মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام আমার গুনাহ বহুগুণ বেড়ে গেছে, আমার আমলনামা গুনাহে কালো হয়ে গেছে, হায়! এখন তো বিদায় নেওয়ার পালা চলে এসেছে, আমাকে একটু সময় দাও! যাতে আমি আল্লাহর সামনে কিছু চোখের অশ্রু বিসর্জন দিতে পারি, আমাকে আমার গুনাহ থেকে তাওবা করার জন্য কিছু সময় দিন। আমি বলি: অসম্ভব...!! এটা একেবারেই অসম্ভব। অতঃপর আমি তার রূহ কবজ করে নিই।

(সালওয়াতুল আরেফীন, বাবু যিকরিল মওত, ২/২১২-২১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কে মৃত্যুকে বেশি মনে রাখে...?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই শিক্ষণীয় বর্ণনা থেকে জানা যায়: আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام সর্বদা আমাদের প্রতি মনোযোগী আছেন, যখন যার সময় ফুরিয়ে যাবে তখন এক মুহূর্তের জন্য অবকাশ দিবেন না, অবিলম্বে তার রূহকে কবজ করে নেন। হায়! আফসোস! আমরা এই বাস্তবতা জানি, বিশ্বাসও করি কিন্তু জানার পরেও আমরা অজ্ঞতায় থাকি, অলসতায় থাকি, মনে

রাখবেন! আমরা মৃত্যুকে স্মরণ করি বা না করি, আমরা নেক আমল করে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিই বা না নিই , মৃত্যু সর্বাবস্থায় আসবেই এবং আসতেই থাকবে। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যে জীবদ্দশায় মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেয়।

পারা: ২৯, সূরা মুলক: ২ নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেন:

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ

(পারা: ২৯, সূরা: মুলক, আয়াত: ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তিনিই, যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায় তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

উলামায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতের একটি অর্থ এটিও বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ পাক জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কে মৃত্যুকে স্মরণ করে এবং এর জন্য অধিক প্রস্তুতি নেয়। **(শুয়াবুল ঈমান,৭ / ৪০৮)**

মৃত্যুর প্রস্তুতি নাও!

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত তারিক মুহারিবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহর শেষ নবী রাসূলে হাশেমী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন: يَاطَارِقُ اِسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْمَوْتِ অর্থাৎ হে তারিক! মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নাও ...!! **(মুজামে-কবীর, ৪ /৩৯১, হাদীস: ৮০৯৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রত্যাবর্তনের দিনকে ভয় করো...!!

পারা: ৩, সূরা: বাকারা, ২৮১নং আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেন:

www.dawateislami.net

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
(পারা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর ভয় করো সেদিনকে যেদিন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

একটি বর্ণনা অনুসারে এ আয়াতের অর্থ হলো: হে ঈমানদারগণ! সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা এই দুনিয়া ছেড়ে আখিরাতের উদ্দেশ্যে সফর করবে।

(তাফসীরে সিরাতুল-জিনান, পরা: ৩, সূরা: বাকারা, আয়াত: ২৮১ নং আয়াতের পাদটীকা, ১/৪১৯)

হায়! যেদিন মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام আসবে, সেদিন দেহ থেকে রূহ বের করা হবে, মসজিদে ঘোষণা করা হবে: আল্লাহর হুকুমে অমুক ইন্তেকাল করেছে। হায়! অতঃপর অচিরেই গোসল দাতাকে ডাকা হবে, গোসল দেয়া হবে এবং কাফন পরানো হবে, অতঃপর!! চোখের পলকেই আমাদের অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হবে। হে ঈমানদারগণ! সেই দিনকে ভয় কর....!

হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام সবাইকে দেখেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রূহ কবজ করা হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام এর দায়িত্ব, তিনি তাঁর এই দায়িত্বে বিন্দু পরিমাণ অলসতাও করেন না। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে ৫ বার এবং অপর বর্ণনা অনুযায়ী ৭ বার আগমন করেন এবং দেখেন যে, এখানে কোন ব্যক্তি এমন আছে কিনা যার রূহ কবজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। **(শরহুস সুদুর, ৪৩ পৃষ্ঠা)**

হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দিন রাতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এমন কোনো ঘণ্টা নেই যাতে মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام প্রত্যেক

www.dawateislami.net

জীবের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন না। যদি আদেশ দেওয়া হয় তাহলে তার রূহ কবজ করে নেন অন্যথায় তিনি ফিরে যান।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৭০, সংখ্যা: ২৬০৪)

اللہ اللہ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! কিরূপ শিক্ষনীয় বিষয়, আমরা অলসতায় নিমজ্জিত, অনর্থক কাজকর্মে নিমজ্জিত, গুনাহে লিপ্ত, অন্যদিকে সকল স্বাদ বিনাশকারী হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام সর্বদা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। অর্থাৎ আমরা মৃত্যু থেকে উদাসীন, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট অথচ মৃত্যু সবসময় আমাদের মাথার উপর বিদ্যমান।

তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকবে না

ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام প্রতিদিন ঘরে ঘরে ৩ বার পরিদর্শন করেন, যদি তাদের কারও সময় ঘনিয়ে আসে তবে তিনি তার রূহ কবজ করে নেন। ঘরে হৈচৈ সৃষ্টি হয়ে যায়, পরিবার-পরিজন কান্নাকাটি শুরু করে, ঐ সময় হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেন: হে লোক সকল! আমি তোমাদের প্রতি কোন অন্যায় করিনি,আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে আদেশ করা হয়েছে, আমি তোমাদের কোন রিযিক আহার করিনি, তোমাদের আয়ু সংক্ষিপ্ত করিনি এবং সময়ের পূর্বে তোমার রূহ কবজ করিনি, নিশ্চয়ই আমি আবার তোমাদের কাছে আসবো। অতঃপর আবার আসবো। এমনকি তোমাদের মধ্যে কেউ জীবিত থাকবে না।

(ইহয়াউল-উলুম, কিতাবু যিকরিল মওত, ৪/৫৬৭)

www.dawateislami.net

মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام 'র ৪টি রূপ

হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام 'র ৪টি ভিন্ন রূপ রয়েছে: (১) একটি হলো এমন রূপ যাতে তার মুখ থেকে আগুনের শিখা বের হয় (২) দ্বিতীয় রূপটি সম্পূর্ণ কালো (৩) তৃতীয় রূপটি অত্যন্ত কঠোর এবং অপ্রীতিকর (৪) এবং চতুর্থ রূপটি অত্যন্ত চকচকে এবং উজ্জ্বল। যখন কোনো অমুসলিমের প্রাণ কবজ করতে হয়, তখন হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام প্রথম রূপে আসেন, সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল থেকে আগুনের শিখা বের হতে থাকে, যখন কোনো পথভ্রষ্ট ও বদমাযহাবের রূহ কবজ করতে হয় তখন অত্যন্ত কালো রূপে তার কাছে আসেন , যখন কোনো গুনাহগারের রূহ কবজ করতে হয়, তখন খুবই কঠোর এবং অপ্রীতিকর রূপে আসেন এবং যখন তাওবাকারী (নেক লোকদের) রূহ কবজ করতে আসেন তখন নূরানী রূপে আসেন। **(সালওয়াতুল আরেফীন, বাবু যিকরিল মওত,২/২১২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام সকলের রূহ একই ভাবে কবজ করেন না, বরং ব্যক্তিভেদে উপায় ভিন্ন হয়। নেককার লোকদের কাছে আসার ধরন ভিন্ন হয়, গুনাহগারদের কাছে আসার ধরন ভিন্ন হয়, আর যখন কোনো অমুসলিমদের প্রাণ কবজ করতে হয়, তখন অত্যন্ত ভয়ংকর রূপে করা হয়। হায় ! যখন আমাদের রূহ বিদায়ের সময় আসে, তখন যেন আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র দীদার নসীব হয়ে যায়। এমন হলে اِنْ شَآءَ الله রূহ বের হওয়া সহজ হবে, নইলে যদি গুনাহের শাস্তি দেওয়া হয় এবং আমাদের দিন রাত পাপের কারণে হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام ভয়ানক রূপে রূহ বের করতে আসেন, তবে বিশ্বাস করুন। ব্যাপারটি খুবই কঠিন হয়ে যাবে, সায়্যিদি

www.dawateislami.net

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (অন্তিম মুহূর্তে হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام যদি ভয়ানক রূপ ধারণ করেন, তখন) মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام কে দেখা হাজার তরবারির আঘাতের চেয়েও বেশি কষ্টদায়ক। اَلْاَمَان والحفيظ! ।

সাকারাতের কঠিন ও যন্ত্রনাদায়ক মুহূর্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ব্যাপারটা আসলেই সত্য, সাকারাতের সময় একদিকে তো হাজারো যন্ত্রণা; পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার বেদনা, বাবা-মা, ভাইবোন, প্রিয় আত্মীয়দের কাছ থেকে বিচ্ছেদের কষ্ট, ভবিষ্যতের জন্য দেখা স্বপ্ন অপূর্ণ রেখে যাওয়ার যন্ত্রণা, অতীতের পাপের জন্য লজ্জিত হওয়ার বেদনা, এ রকম অসংখ্য যন্ত্রণা মানুষকে ঘিরে রাখে। এর সাথে যদি আল্লাহ না করুক পাপের শাস্তিও দেওয়া হয়, হযরত মালাকুল-মওত عَلَيْهِ السَّلَام ভয়ংকর রূপ ধারণ করেন, তাহলে ভাবুন! এই সময় আমাদের কি হবে...? হযরত মালাকুল মওত عَلَيْهِ السَّلَام 'র সম্মুখস্থ কিভাবে হবো?

কিন্তু হায়! ব্যাপারটা এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি রয়েছে সাকারাতের যন্ত্রণা। হযরত ইমাম হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মৃত্যুর যন্ত্রণা ও গলায় আটকে থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন: এই যন্ত্রণা তরবারির ৩০০ আঘাতের সমান। **(মাওসুআ'ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যিকরিল মওত, ৫/৪৫৩, হাদীস: ১৯২)** একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: সবচেয়ে সহজ মৃত্যু হলো তুলার মধ্যে আটকে থাকা কাঁটা যুক্ত শাখার মতো, যখন তুলা থেকে এমন শাখা বের করা হয় তখন তুলার ফুলকা অবশ্যই তার সাথে আসবে। **(মাওসুআ'ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যিকরিল মওত, ৫/৪৫৩, হাদীস: ১৯৪)**

হুজ্জাতুল-ইসলাম ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: সাকারাতের যন্ত্রণা সরাসরি রূহকে আক্রমণ করে, তারপর এই যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে, প্রতিটি শিরায় উপশিরায়, প্রতিটি পেশীতে, প্রতিটি জয়েন্টে, প্রতিটি চুলের গোড়ায় এবং মাথা থেকে পা পর্যন্ত চামড়ার প্রতিটি অংশ থেকে রূহ বের হয়, এটি জিজ্ঞেস করো না যে, এটা কী ধরনের যন্ত্রণা? বুযুর্গরা তো এমনও বলেছেন যে, মৃত্যুর যন্ত্রণা তরবারির আঘাতের চেয়ে, করাত দিয়ে ছিঁড়ার চেয়ে এবং কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক। **(ইহয়াউল-উলুম, ৫/৫১১)** ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমরা জানতে পেরেছি যে, মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে। **(ইহয়াউল-উলুম, ৫/৫১৫)**

الامان والحفیظ!

হায়! হে আশিকানে রাসূল! জানিনা তখন আমাদের কি হবে! ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে, কবরের গন্তব্যের দিকে অনবরত যাত্রা অব্যাহত, একটু কল্পনা করুন, আমরা সযত্নে আমাদের ঈমানকে বুকে আঁকড়ে ধরে আছি, একদিকে নফসে আম্মারা ঈমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, অন্যদিকে শয়তান পালাক্রমে আঘাত করছে, তৃতীয়ত আরেক দিকে বদমাযহাব ঈমান হরণ করতে ব্যস্ত, আর চতুর্থত অন্য দিকে দুনিয়ার অহেতুক প্রেম ঈমানের পিছু লেগে আছে! অর্থাৎ এভাবে বুঝুন যে, কেউ হাত মুচড়ে দিচ্ছে, কেউ পা টানছে, কেউ ঘুষি মারছে, কেউ লাথি মারছে, সবাই সম্পূর্ণ বল প্রয়োগ করছে যে, কোনোভাবে যেনো আমাদের কাছ থেকে ঈমান কেড়ে নিতে পারে, হায়! এমতাবস্থায় আমরা ঈমানের সম্পদ কিভাবে নিরাপদে কবরে নিয়ে যাবো...!!

(কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ১০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ওসিলায় আমাদের জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ করে দিন। হায়! জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, উম্মতের শাফায়াতকারী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেনো তাঁর পাপী উম্মতের শিওরে তাশরীফ নিয়ে আসেন, হায়! নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র পবিত্র জ্বলওয়া দেখে এবং দীদারের সুধা পান করে পরম কোমলতায় প্রাণ এমনভাবে বেরিয়ে যাক যেনো বুঝতেও না পাই।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সাকারাতের, কবরে,হাশরে সহজতা নসীব করুন। হায়! প্রিয় নবী মাদানী মোস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র ওসিলায় বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

৩০নং নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ফিতনার যুগে আশিকানে-রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী উম্মতের সংশোধনে মহান চেষ্টায় মুসলমানদের ভালোবাসার সুধা পান করাতে ও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ বিকাশে নিয়োজিত রয়েছে। তাই আপনিও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه 'র প্রদান কৃত নেক আমলের প্রতি নিয়মিত আমল করার চেষ্টা করুন, সেই নেক আমল গুলোর মধ্যে আমীর আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে সালাম প্রচারের জন্য ৩০ নং নেক আমল দিয়েছেন। সেই নেক আমলটি হলো: আপনি কি ঘর, অফিস, বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে যাতায়াতের সময় এবং গলি অতিক্রম করার সময় রাস্তায় দাঁড়ানো বা বসে থাকা মুসলমানদের সালাম দিয়েছেন?

সালামের সুন্নাত পালনকারীর জন্য রয়েছে অনেক ফযীলত ও সুসংবাদ। এই সুন্নাত পালনকারীর ফযীলত সম্পর্কে তিনটি প্রিয় নবীর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যখন দু'জন মুসলমান পুরুষ মিলিত হয় এবং তাদের মধ্যে একজন তার বন্ধুকে সালাম দেয়, তখন তাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পছন্দনীয় সেই হয়, যে তার বন্ধুর সাথে অধিক প্রফুল্লতার সাথে সাক্ষাৎ করে। অতঃপর যখন তারা মুসাফাহা করে তখন তাদের উপর ১০০টি রহমত বর্ষিত হয়, যার মধ্যে ৯০টি সালামে অগ্রগামীর জন্য এবং ১০টি রহমত তার জন্য যার সাথে মুসাফাহা করা হয়। **(মুসনাদে বাযযার, ১/৪৩৭, হাদীস: ৩০৮)** (২) পূর্বে সালাম প্রদানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। **(শুয়াবুল ঈমান, ৪৩৩/৬, হাদীস: ৮৭৮৬)** (৩) মানুষের মধ্যে আল্লাহ পাকের অধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই, যে তাদের মধ্যে প্রথমে সালাম প্রদান করে। **(আবু দাউদ, ৪/৪৪৯, হাদীস: ৫১৯৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পবিত্র কাগজাদি সংরক্ষণ বিভাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে শিষ্টাচারের শুধু শিক্ষাই দেওয়া হয় না, বরং এর জন্য বাস্তবমুখী প্রচেষ্টাও করা হয়, যার অনুমান এই থেকে করা যায় যে, দাওয়াতে ইসলামী যেখানে সুন্নাতের খেদমতের ৮০টিরও বেশি বিভাগে দ্বীনি কাজে নিয়োজিত, তদ্রূপ اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর একটি অনন্য বিভাগ " পবিত্র কাগজাদি সংরক্ষণ বিভাগ"। এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হলো পবিত্র কাগজাদি সংরক্ষণ করা এবং অবমাননা ও বেয়াদবি থেকে মানুষকে রক্ষা করা। এই মহান চেতনার প্রেক্ষিতে পবিত্র কাগজাদি সংরক্ষণ বিভাগের ইসলামী ভাইয়েরা সমাজের বিভিন্ন

স্তরের মানুষের (যেমন, আলেম, ইমাম, মসজিদ কমিটি, ব্যবসায়ী, দোকানদার ইত্যাদি) সহযোগিতায় পবিত্র গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্স বা বস্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা এবং বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত শরয়ী ও সাংগঠনিক নীতিমালা অনুযায়ী দাফন ও শীতল বা সংরক্ষণের পূর্ণ ব্যবস্থা করা।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এই বিভাগের অধীনে, মুর্শিদের দেশে ১৫০ টিরও বেশি শহরে কমবেশি ২৭০০০ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২ লক্ষের বেশি থলে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে আসুন আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে দু'টি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র বাণী লক্ষ্য করুন: (১) প্রতিটি সদাচরণ সদকা সেটা গরিবের সাথে হোক বা ধনীর সাথে হোক। **(আয-যাওয়াজির, কিতাবুল-যাকাত , ৩/৩৩১, সংখ্যা: ৪৭৫৪)** (২) যে ব্যক্তি তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করেছে তাকে স্বাগতম কারণ আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছেন। **(মুস্তাদরাক, কিতাবুল-বির ওয়াস-সিলা, ৫/২১৩, হাদীস: ৭৩৩৯)** ✹ আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা ওয়াজিব এবং তা ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। **(বাহারে শরীয়ত ৩/৫৫৮)** ✹ আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সদ্ব্যবহারের নাম এই নয় যে, সে ভালো আচরণ করলে তুমিও তাই করবে, মূলত এই জিনিসটি হল দেওয়া নেওয়া যে, সে তোমার কাছে কোন কিছু পাঠালো, বিনিময়ে তুমিও তার কাছে কিছু পাঠালে, সে তোমার কাছে আসলো বিনিময়ে তুমিও

তার কাছে গেলে। মূলত আত্মীয়তার বন্ধন হলো, সে ছিন্ন করলে তুমি বজায় রাখবে, সে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ করতে চাইলে তুমি তার সাথে সম্পর্কের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হবে। **(রুদ্দুল-মুহতার ৯/৬৭৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কিত অবশিষ্ট মাদানী ফুল শেখা শেখানোর হালকায় বয়ান করা হবে। তাই সেগুলো জানতে শেখা শেখানোর হালকা অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net